৪৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গত ২৩ ও ২৪শে মার্চ আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ছাত্রদলের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে। খবরে এসেছে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয়েছে। ঘটনা হলো, ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সম্মেলনের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। একই সাথে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত জাকির গ্রুপের প্রধানসহ ৩ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে একদল খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে এবং অন্যদল ক্ষুব্ধ হয়। এবার বিরোধের উৎপত্তি এখান থেকেই। তারপর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং এর সহজাত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গোলাগুলি। পুলিশ গত ২৪ তারিখেই ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত তিনটি হলে তল্লাশি চালিয়ে বঙ্গবন্ধু হল থেকে ১টি কাটা রাইফেল, ১টি রিভলবার ও ২৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার এবং এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ক্যাডারের দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।

প্রশ্নটা এখানে নয় যে, পুলিশ তৎক্ষণাৎ উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এবং অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে। সুতরাং আমরা তৃপ্ত। প্রশ্নটা এখানে, এই সন্ত্রাসী তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আর কতদিন চলবে। কখনো ছাত্রদল-ছাত্রলীগ, কখনো ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে সমগ্র ক্যাম্পাস। শিক্ষা জীবন হয় বিপর্যস্ত। সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা হয়ে উঠেন উৎকণ্ঠিত।

আমরা এর অবসান কিভাবে প্রত্যাশা করব সেটাই প্রশ্ন। বেশ কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি নিজেই আশংকা করে এরকম আভাস দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ হওয়ার নয় যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের পোষা বন্ধ না করে। তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোকে ডিজওউন করতে এগিয়ে আসার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রপতির সেই আহ্বান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই কোন রাজনৈতিক দলই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না এবং সেই হিসেবে সন্ত্রাসী ক্যাডার পোষণও সমর্থন করে না। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাসবোধ কি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একের পর এক ঘটনা এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনা আমাদের বিশ্বাসবোধকে অটুট রাখতে পারছে কি?

সব দল তো বটেই, বিশেষ করে দেশে বড় দুটো দলের প্রতি আমাদের প্রশ্ন আপনাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার বাহিনী একদিকে লালন করবেন, পালন করবেন, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাচ্ছেন। এটা তো চলতে পারে না। বিষয়টা ভাবা দরকার। ছাত্রদলের ৩ জনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে বহিষ্কার করার পরও আবার বহিষ্কারাদেশ কিভাবে এবং কেন প্রত্যাহার করা হলো? তাহলে প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, ছাত্রদলের তথা বিএনপির সন্ত্রাস বন্ধের কোন আকাঙ্ক্ষা সত্যিকার অর্থে আছে কি? এ জাতীয় প্রশ্ন অন্যান্য দলের প্রতিও আমাদের।

আমরা পরিষ্কার এটাই বুঝি, সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা, অস্ত্রের মহড়া এবং পুলিশ কর্তৃক অস্ত্র উদ্ধার এই দৃশ্যের কখনই পরিসমাপ্তি ঘটবে না— রাজনৈতিক দলগুলো যতদিন সত্যিকার অর্থে তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনকে এবং তাদের লালিত সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনীকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দান করবে, লালন-পালন করবে। এর পরিসমাপ্তি আগে হোক। তারপরেই আমরা আশা করতে পারব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু শিক্ষা পরিবেশের। তার আগে নয়।